সংবাদ

তাং ২৫।২।৮১

120

শিক্ষক ধর্মঘট ॥ টাঙ্গাইলে ৯শ প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ

টাঙ্গাইল, ১৭ই ফেব্রুয়ারী (নিজস্ব সংবাদদাতা)।— জেলার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের ধর্মঘট অব্যাহত থাকায় ৯শত ৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় সবকয়টি প্রতিষ্ঠানের সকল ধরনের কাজকর্ম বন্ধ রয়েছে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ পৌরসভা ও গ্রাম সরকার এর হাতে দেয়ার সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ৪ হাজার ১শ ৪৪জন শিক্ষক ধর্মঘট করায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

শিক্ষক ধর্মঘট অব্যাহত থাকায় গত ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত বার্ষিক পরীক্ষার ফল এখনও বেরোয়নি। ফল না বের হওয়ায় এবং শিক্ষক ধর্মঘট অব্যাহত থাকায় ছাত্ররা পরিচিতিপত্র সংগ্রহ করতে পারছে না। ফলে তাদের পক্ষে ডাকঘর থেকে বই কেনা সম্ভব হচ্ছে না। এতে তারা বাড়ীতেও বই পড়তে পারছে না। ফলে তাদের শিক্ষা জীবন অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে। অপরদিকে পঞ্চম শ্রেণীর পরীক্ষার্থী ছাত্ররাও তাদের পরীক্ষার ফল না বেরোনোয় নতুন শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারছে না। শিক্ষক ধর্মঘট অব্যাহত থাকায় গণশিক্ষা কার্যক্রমও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত সবগুলো গণশিক্ষা কেন্দ্রই বন্ধ হয়ে গেছে।

শিক্ষকরা বেতন পাচ্ছেন না

গত দু'মাস যাবৎ জেলার ৯শ ৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪ হাজার ১শ ৪৪ জন শিক্ষক তাদের বেতন তুলতে পারেননি। ফেব্রুয়ারী শেষ হয়ে এলেও তারা এখনো ডিসেম্বর মাসের বেতন পাননি। ধর্মঘট চলতে থাকায় শিক্ষকরা বেতনের বিল তৈরী না করায় এসমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

শিক্ষকরা অধ্যাদেশ প্রত্যাখ্যান করেছে

টাঙ্গাইল জেলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি সরকার ঘোষিত প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত অধ্যাদেশ প্রত্যাখ্যান করেছে। গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী সমিতির সভাপতি জনাব নবাব আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভায় বক্তারা প্রসঙ্গে শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ সরকারী অপপ্রচারে প্রাথমিক শিক্ষকদের বিভ্রান্ত না হবার আহ্বান জানিয়ে ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার এবং সংগ্রাম অব্যাহত রাখার সংকল্প ব্যক্ত করেন।

হাঁস-মুরগীর মড়ক

টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক আকারে হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল ও মহিষের মড়ক দেখা দিয়েছে। গত তিন মাসে প্রায় এক হাজার গরু-মহিষ এবং ছাগল বিভিন্ন রোগে মারা গেছে। এছাড়া প্রায় দশ হাজার হাঁস মুরগী রাণীক্ষেত ও বসন্তে প্রাণ হারিয়েছে বলে এখানে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেছে।

জেলার সবগুলো থানা এলাকা থেকেই হাঁস-মুরগী এবং গরু-ছাগলের মড়কের সংবাদ এসেছে। তবে সবচেয়ে বেশী মড়ক দেখা দিয়েছে মধুপুর থানার বনবাড়ী, পাথরা, বীরতারা ও আউশনারা ইউনিয়নে টাঙ্গাইল থানার পাথরাইল গালা, মগড়া, কাতুলী, কাকুয়া ও চারিল ইউনিয়নে, কালিহাতী থানার কালিহাতী, বীরবাসিন্দা, চারান, এলেঙ্গা ও দুর্গাপুর ইউনিয়নে নাগরপুর থানার নাগরপুর, সহবতপুর ও সলিমাবাদ ইউনিয়নে এবং সখীপুর থানার হাতীবান্ধা ইউনিয়ন এলাকায়।

এ ব্যাপারে জনসাধারণের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, পশুপালন দফতর থেকে হাস-মুরগী এবং গরু-ছাগলের রোগ প্রতিষেধক দেয়া হয়নি। তারা জানান পশু রোগের কথা জানিয়েও প্রায় ক্ষেত্রেই সরকারী পশু চিকিৎসকদের পাওয়া যায়নি ফি ছাড়া সরকারী পশু চিকিৎসকরা পশু চিকিৎসা করছেন না বলেও অভিযোগ রয়েছে।

এদিকে পশু পালন দফতরের সাথে যোগাযোগ করা হলে জানানো হয় রোগ প্রতিরোধ এবং নিরাময়ের জন্য যে পরিমাণ ওষুধপত্র দরকার তার একটা সামান্য অংশ সরকার থেকে সরবরাহ করা হয়। এই সামান্য ওষুধে জেলার সকল পশু চিকিৎসা সম্ভব নয়। আরো বলা হয়। প্রয়োজনের তুলনায় পশুপালন বিভাগে কর্মীর সংখ্যাও কম। একারণে দ্রুত মড়কে প্রতিষেধক দেয়ার ব্যবস্থা করাও অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয়ে উঠে না।